প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ আইন, ২০২১

(২০২১ সনের ---- নং আইন)

যেহেতু সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদান বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন *প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ আইন, ২০২১* নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

ক) "অনুসন্ধান কমিটি" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত অনুসন্ধান কমিটি;

খ) "অনুচ্ছেদ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ;

গ) "আইন " অর্থ এই আইন;

ঘ) "কমিশন" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন;

ঙ) "ধারা" অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;

চ) "কমিশনার" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১)-এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার;

ছ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

জ) "সংসদ" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ;

ঝ) "আপিল বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ।

৩। নির্বাচন কমিশন।- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮(১) এর অধীন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার-এর সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। কমিশনারগণের যোগ্যতা।-

ক) বাংলাদেশের নাগরিক;

খ) বয়স ন্যূনতম ৪৫ বছর;

গ) প্রমাণিত প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা ও অনুমিত নিরপেক্ষতাসহ আইন বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন;

ঘ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী; এবং

ঙ) কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি পদে অন্যূন ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

৫। অনুসন্ধান কমিটি গঠন।- (১) রাষ্ট্রপতি, কমিশনারের শূন্যপদে নিয়োগদানের জন্য ধারা ৪ এর অধীন বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্যানেল তৈরির উদ্দেশ্যে ন্যূনতম একজন নারীসহ, নিম্নবর্ণিত সাত সদস্য সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিবেন, যথা:-

ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি, যিনি কমিটির আহ্বায়ক হইবেন:

খ) সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের একজন সংসদ সদস্য;

গ) সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;

ঘ) সংসদের আসন সংখ্যার দিক হইতে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য;

ঙ) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

চ) নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি, যিনি প্রথম পাঁচ জনের সর্বসম্মত অথবা সর্বসম্মত না হইবার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মনোনীত হইবেন; এবং

ছ) গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি, যিনি প্রথম পাঁচ জনের সর্বসম্মত অথবা সর্বসম্মত না হইবার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মনোনীত হইবেন।

৬। কমিটির কার্যাবলি।- (১) কমিটি, কমিশনে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে ধারা ৪ এ বর্ণিত ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে পেশাজীবী সংগঠনসহ নাগরিকদের নিকট হইতে নাম আহ্বান করিতে পারিবে।

(২) কমিটি, প্রাপ্ত নামগুলি হইতে ধারা ৪ এর আলোকে বাছাই করিয়া ন্যূনতম ৫ জন নারীসহ অন্যূন ১৫ জন এবং অনূর্ধ্ব ২০ জনের একটি প্রাথমিক তালিকা, তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে, গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(৩) সুপারিশকৃত প্যানেলভূক্ত প্রতেক ব্যক্তি হলফনামা সহকারে/লিখিতভাবে ঘোষণা করিবেন যে, তিনি ধারা ৯-এ বর্ণিত কোনো অযোগ্যতা দ্বারা বারীত নহেন।

(৪) সুপারিশকৃত প্যানেলভূক্ত প্রতেক ব্যক্তি একটি নির্ধারিত ছকে সম্পদের হিসাব দাখিল করিবেন, যাহা অনুসন্ধান কমিটি গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(৫) কমিটি, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে গণশুনানির আয়োজন করিবে, তাঁহাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে এবং কমিটি সর্বসম্মতভাবে ন্যূনতম ২ জন নারীসহ ৭ জনের একটি প্যানেল প্রস্তুত করিবে এবং কী কী ধরনের যোগ্যতা ও বিবেচনার ভিত্তিতে এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি প্যানেল প্রস্তুত করিতে সর্বসম্মত হইতে না পারিলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতির ভিত্তিতে প্যানেল প্রস্তুত করিবে।

(৬) কমিটি, উপ-ধারা ৫ এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির বরাবর প্রেরণ করিবে এবং রাষ্ট্রপতি উহা হইতে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে এবং অনধিক চারজনকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদান করিয়া নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপরিল্লিখিত পন্থায় গঠিত কমিশনের কোনো পদ শূন্য হইলে রাষ্ট্রপতি উপ-ধারা ৫ এর অধীন প্রণীত তালিকা হইতে শূন্য পদ, যতদূর সম্ভব, পূরণ করিবেন।

(৭) কমিটিকে উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অন্যূন এক মাস এবং অনূর্ধ দুই মাস সময় প্রদান করা হইবে।

৭। কমিশনের কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা।- এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে গঠিত কমিশনের পরের মেয়াদ হইতে কমিশনের কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে, রাষ্ট্রপতি, পূর্ববর্তী কমিশনের জ্যেষ্ঠতম কমিশনারকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্বপালনকালে যদি তিনি দুর্নীতি ও কোনোরূপ গুরুতর অসদাচরণে জড়িত হইয়া থাকেন অথবা পুনরায় কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম কমিশনারকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হইবে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রেও ধারা ৫ অনুসরণে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইবে।

৮। কমিটির সভার নিয়মাবলি।- (১) কমিটির আহ্বায়ক কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। সকল সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অন্যূন পাঁচ সদস্য লইয়া কমিটির কোরাম গঠিত হইবে এবং কোনো সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে সভার কার্যাবলি ব্যাহত হইবে না।

(৩) সভায় উত্থাপিত প্রতিটি বিষয়ে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৫) কমিটি সকল সভার পূর্ণাঙ্গ কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহ এবং কমিটির সদস্যদের ভোট প্রদানের তথ্য যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

(৬) কোনো নাগরিক কমিটি সভার কার্যবিরণীর অনুলিপি চাহিলে কমিটি তাহা অনতিবিলম্বে প্রদান করিবে।

৯। প্যানেলে কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন গঠিত প্যানেলে এমন কোনো ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি-

ক) তিনি বৈধ আয়ের ভিত্তিতে জীবন নির্বাহ না করিয়া থাকেন;

খ) তিনি ঋণখেলাপী হইয়া থাকেন;

গ) তিনি জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হন বা অনুরূপ দলের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠনের সদস্য হন কিংবা ছিলেন;

ঘ) তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন;

ঙ) তিনি কোনো ফৌজদারি অপরাধে কমপক্ষে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন;

চ) তিনি *আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন, ১৯৭৩* ও *বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ, ১৯৭২* এর অধীন অপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন।

৯। সাচিবিক দায়িত্ব।- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অনুসন্ধান কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

১০। **প্রবিধি প্রণয়ন।-** এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, আবশ্যক হইলে, কমিশন প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

.....
(রাষ্ট্রপতি)